মেহেরপুরের রংমহল সীমান্তে ৮ বাংলাদেশিকে পুশ-ইন করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৩৬ ও ১৩৭ নম্বর পিলারের মাঝামাঝি গেট দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয় বিএসএফ।

পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, ময়মনসিংহ জেলার টিটু শেখ (৪৫), আশরাফুল ইসলাম (৩৫), খুলনার দৌলতপুরের আমিনুল ইসলাম (২৮), নড়াইল জেলার আবেজান খাতুন (৪০), জামালপুরের ফাইমা আক্তার (২৭), নাছিমা আক্তার (৩৬), শিশু রহিম (৫) ও রোহান (৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুশ-ইনকৃত ব্যক্তিরা সীমান্তবর্তী সড়ক দিয়ে দেশের ভেতরের দিকে আসার সময় টহলরত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়লে বিজিবি সদস্যরা তাদের আটক করে রংমহল বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যান।

রংমহল বিজিবি ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, পুশ-ইন হওয়া আটজনের মধ্যে দুইজন শিশু, তিনজন নারী এবং তিনজন পুরুষ রয়েছেন। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরা, খুলনা ও জামালপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায়।

পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিরা জানান, তারা দীর্ঘদিন ভারতের জেলে থাকার পর গতকাল ভারতীয় পুলিশ তাদের বিএসএফ-এর কাছে হস্তান্তর করে। বিএসএফ তাদের সীমান্তের গেট দিয়ে বের করে দেয়, সেখান থেকে বের হয়ে আসার সময় আমাদের বিজিবি আটক করে।

রংমহল বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার বাশারুল ইসলাম জানান, “ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সকাল সাড়ে ৬টার দিকে তারকাঁটার বেড়া পার করে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। বিজিবি তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।”

এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন বিজিবির এই কর্মকর্তা।

আমাদের শিক্ষা খাতের জন্য ভয়ানক বার্তা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর সেখানে যদি দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়ায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী, স্কুল পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারা খাতুনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে-যা দেশের শিক্ষা খাতের নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার ওপর এক গুরুতর আঘাত।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আখিতারা খাতুন একটি ভুয়া ডিপ্লোমা সনদ ব্যবহার করে চাকরি নেন এবং দীর্ঘ চার বছর যাবৎ সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ৮.৮২ লাখ টাকা বেতন নেন। শুধু তাই নয়, এই জালিয়াতিকে বাস্তবায়নে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং স্কুল কমিটির সভাপতি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। এমন কর্মকাণ্ড কেবল আইনের লঙ্ঘনই নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের মাঝে অনৈতিকতা, মিথ্যাচার ও প্রতারণার এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট যে, কিছু ব্যক্তি তাদের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুরো একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ধ্বংস করেছে। যেখানে শিক্ষকরা আদর্শ ও নৈতিকতার প্রতীক, সেখানে এমন লজ্জাজনক ঘটনা শিক্ষক নামধারী ব্যক্তিদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে দেয়। আরও দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসন বা শিক্ষা দপ্তর এতদিন এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো নজরদারি করতে পারেনি, যার ফলে একটি জাল সনদধারী ব্যক্তি বছরের পর বছর বেতন তুলেছেন।

আমরা ধন্যবাদ জানাই দুর্নীতি দমন কমিশনকে, যারা তদন্ত করে যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে মামলাটি দায়ের করেছে এবং সত্য উদঘাটনের পথে এগিয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন আইনানুগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, শিক্ষা খাতের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল যাচাই-বাছাই, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো জরুরি।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় সাধারণ জনগণ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরও সচেতন হওয়া উচিত। দুর্নীতি বা অনিয়মের খবর জানলে নির্ভয়ে অভিযোগ জানানো এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করা সামাজিক দায়িত্ব।

শেষ কথা হলো, শিক্ষার মতো পবিত্র অঙ্গনে যারা দুর্নীতি ছড়ায়, তাদের কোনো রকম সহানুভূতির সুযোগ নেই। একজন ভুয়া ডিগ্রিধারী শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে পারে, তেমনি তাকে সহযোগিতা করা ব্যক্তিরাও সেই অপরাধে সমান অংশীদার। এই ধরনের অনৈতিকতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

মেহেরপুরে গত ৬ মাসে সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন ২১ জন, আহত অর্ধশত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান (৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)। মাহফুজ গহরপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং আকমল শেখপাড়া গ্রামের মাবু মিরের ছেলে। এনিয়ে গত ৬ মাসে মেহেরপুরে বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় ২১ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

গতকালের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান অফিসের উদ্দেশ্যে গাংনীর দিকে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে কলেজ শিক্ষার্থী আকমল হোসেন গাংনীর দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। ঘটনার সময় জেলা বনবিভাগের সামনে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মাহফুজের মোটরসাইকেলের নম্বর ছিল ঢাকা মেট্রো-হ ৩৬-৫৪২৯ এবং আকমলের মোটরসাইকেলের নম্বর মেহেরপুর হ-১৩-৫১৯৪। তাদের দুজনের মোটরসাইকেলেই হেলমেট ছিল কিন্তু হেলমেট পরিহিত ছিল না বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, মেহেরপুরে গত ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৯ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, শিক্ষার্থী, নারী, প্রবাসফেরত যুবক, কলেজ ছাত্র এবং বৃদ্ধও রয়েছেন। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ট্রাক, ভ্যান ও বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের সংঘর্ষ ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা।

গত ১০ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হন, আহত হন একই পরিবারের ৪ জন সদস্যসহ মোট ৫ জন। ৫ জুন গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কাশেম (৬২) নিহত হন। ৪ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ী নজিম উদ্দিন (৬৪) নিহত হন, আহত হন আরও ৪ জন। ৩ জুন মুজিবনগরে ট্রলি ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে ৪ শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়। ১০ মে গাংনীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে আড়াই বছরের শিশু তাছনিয়া খাতুন নিহত হয়। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দিতে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে ৩ জন নিহত, ৩ নারী আহত হন। ৯ এপ্রিল গাংনীতে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধ সামসুল হক (৬৫) নিহত হন। ৩১ মার্চ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রাইভেটকার, ভ্যান ও মোটরসাইকেলের ত্রি-মুখি সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা, এক শিশু ও আরও একজন নিহত হন। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের হাসান মোল্লার ছেলে ও এনআরবিসি ব্যাংকের রূপনগর শাখার অফিসার আক্তারুজ্জামান ওরফে

শোভন, সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে আল ইমরান এবং গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের ভ্যানচালক আলী হাসানের শিশু পুত্র জুবায়ের হাসান। ২৭ মার্চ সদর উপজেলার আশরাফপুরে মোশাররফ হোসেন (৬০) সড়কে প্রাণ হারান। ২২ মার্চ কুঠি ভাটপাড়ায় শ্যালো ইঞ্জিন আলগামনের সাথে ধাক্কায় প্রবাস ফেরত সাগর মিয়া
(২৪) নিহত হন। ৪ ফেব্রুয়ারি আমঝুপিতে ট্রাকের ধাক্কায় লাল্টু হোসেন (৩২) নিহত, মিনারুল ইসলাম গুরুতর আহত।

২৭ জানুয়ারি, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জামায়াত নেতা শেখ মোমিনুল ইসলাম (৫৫)। ৮ জানুয়ারি গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত হন স্কুল ছাত্র তাইমুজ্জামান (৯), কলেজ ছাত্র সিয়াম হোসেন (১৮) ও আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮)। ১ ডিসেম্বর, তেঁতুলবাড়িয়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুলছাত্র সজিব হোসেন (১৬) প্রাণ হারান।

এই ছয় মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী রয়েছেন। স্কুলে যাওয়ার পথে, রাস্তা পার হতে গিয়ে বা ভ্যানে থাকাকালীন তাদের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৪ জন প্রবাস ফেরত যুবকও রয়েছেন, যারা ছুটি কাটাতে দেশে এসে প্রাণ হারিয়েছেন।

‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরে গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে ‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ জুন) সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে মটমোড়া ইউনিয়নের নওদা মটমোড়া গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের (বাবলু গ্রুপের) দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকালে দুটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি ও একটি চিরকুট উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে ‘গ্রামের ছেলে হিসেবে এতদিন ভালোই ছিলাম, কিন্তু তোদের মত কিছু কিছু লোক আমাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে না। (শেখ হাসিনা) পালিয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে।

আমরা জায়গার মাল জাগাতেই বসে আছি, ২০১৮ সালে হালকা দিয়েছি। ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইটি বিস্ফোরক সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।”

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে। পাশাপাশি কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাংনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও হামলার ঘটনার পর এমন ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনীতে বোমা ফাটিয়ে গণডাকাতি, আতঙ্কে এলাকাবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানখোলা রাস্তায় বোমা ফাটিয়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল গণডাকাতি চালিয়েছে। এ সময় তারা তিনটি বোমার বিস্ফোরণ

ঘটিয়ে পথচারীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন এবং মোটরসাইকেল লুট করে নেয়। বুধবার (২৫ জুন) দিবাগত রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগীরা জানান, গাংনী উপজেলার গোহাটপাড়া এলাকার আরিফুল ইসলাম ও কাষ্টদহ গ্রামের মো. শিশির ধানখোলা গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে একটি ইটভাটার কাছে পৌঁছালে কালো কাপড়ে মুখঢাকা দুইজন ডাকাত পিস্তল হাতে লেজার লাইট দেখিয়ে তাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে। এরপর অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা, মোবাইল ও মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেয়।

তারা জানান, এসময় আশপাশে থাকা ৮/১০ জন পথচারীকেও পাশের একটি মেহগনি বাগানে নিয়ে গিয়ে ডাকাত দল সবার টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। তাদের সঙ্গে থাকা আরও ৫-৬ জন ডাকাত দেশীয় অস্ত্র ও ওয়াকিটকি নিয়ে দূর থেকে পাহারা দিচ্ছিল। ডাকাতি শেষে তারা তিনটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মোটরসাইকেলটি ফেলে রেখে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে।

ঘটনার খবর পেয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল পুলিশের একটি টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে তিনি সাংবাদিকদের সামনে কথা বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, “ডাকাতদের ধরতে অভিযান শুরু হয়েছে।”

এই ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন ৮ নং ওয়ার্ড শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় কয়েকশো বছরের সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ স্থানীয় ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীনের বিরুদ্ধে। রাস্তার দু’পার্শ্বে পাকা বাড়ি নির্মাণ করায় রাস্তাটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রামের কৃষকরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না।

গ্রামবাসীরা জানান, শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় একটি ২০/২৫ ফিট সরকারি রাস্তা হিসেবে গ্রামবাসীরা ব্যবহার করতো প্রায় শত বছর ধরে। ওই রাস্তায় পার্শে রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন শ্যামপুরের জনৈক এক ব্যাক্তির কাছ থেকে ৫ শতাংশ করে জমি ক্রয় করেন। তবে জমি জরিপ না করেই ক্ষমতার দাপটে জনগণের একমাত্র রাস্তার অধিকাংশ জমি দখল করে পাকা বাড়ি নির্মাণ করেন ফারুক হোসেন। ফারুক হোসেনের দেখাদেখি রুহুল আমিনও বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। এত রাস্তায় ব্যবহ্রত বেশির ভাগ জমি দখল হয়ে গেছে।
বিষয়টি নিয়ে গ্রামে দফায় দফায় শালিশ বৈঠক হলেও জমির দখল ছাড়তে রাজি নন ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীন।

সরকারি রাস্তার জমি উদ্ধারে স্থানীয় আবুল কালাম আজাদ একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেন। কিন্তুু ক্ষমতার দাপটে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ অমান্য করেন রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন।

পরে আবারও ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করেন আবুল কালাম আজাদ। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সার্ভিয়ার ও গ্রাম পুলিশ দিয়ে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। সে মোতাবেক আজ বুধবার সকালে জমি জরিপ করেন সার্ভিয়ার। সে সময় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ রমজান আলী বলেন, আমাদের বাপ দাদাদের আমলের রাস্তা এটি। গ্রামের সব মানুষ মাঠের ফসল তোলা ও চলাচল করে। অথচ রুহুল ও ফারুক রাস্তার জমি অর্ধেক দখল করে নেয়। আবুল কালাম আজাদ জানান, গ্রামের শহিদুল, জামিরুল, বাবু ও লিখন জমি দখল করেছে এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আমার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শংকিত।
ফারক হোসেন বলেন, আমরা যখন বাড়ি নির্মাণ বা প্রাচীর নির্মাণ করেছি তখন মাপা হয়নি। অনুমানের ওপর করেছি। এখন দেখছি রাস্তার জমি। তবে সরকারি জমি হলে আমি তা ছেড়ে দেবো।

স্থানীয় ইউপি সদস্য (সাবেক) ফাহিমা খাতুন জানান, রাস্তাটি শত বছরের পুরাতন। অথচ দখল হয়ে যাচ্ছে। জনস্বার্থে বেদখল হওয়া রাস্তা উদ্ধার হওয়া প্রয়োজন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি জানান, এমন কোনো বিষয়ে আমার কাছে অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রকৌশলীসহ দুইজন নিহত

মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৫ জুন) সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান (৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)। মাহফুজ গহরপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং আকমল শেখপাড়া গ্রামের মাবু মিরের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান অফিসের উদ্দেশ্যে গাংনীর দিকে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে কলেজ শিক্ষার্থী আকমল হোসেন গাংনীর দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। ঘটনার সময় জেলা বনবিভাগের সামনে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মাহফুজের মোটরসাইকেলের নম্বর ছিল ঢাকা মেট্রো-হ ৩৬-৫৪২৯ এবং আকমলের মোটরসাইকেলের নম্বর মেহেরপুর হ-১৩-৫১৯৪।

দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী আম মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় তিন দিনব্যাপী আম মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বিকেলে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ি প্রাঙ্গণে এ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সামছুল আলম।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক শায়খুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, কৃষি প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র মণ্ডল, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা চায়না পারভিন, এআইও সাহাদুল ইসলাম এবং আম চাষি সাইদুর রহমান শাহীন প্রমুখ।

পরে আম মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টল মালিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এতে প্রথম স্থান অর্জন করে এস. আর. এগ্রো-এর সাইদুর রহমান, দ্বিতীয় স্থান লাভ করে মুজিবনগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং তৃতীয় হয় মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় ইউপি চেয়ারম্যান

প্যারোলে দুই ঘণ্টার মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা আনোয়ার হোসেন পাশা। আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই সময়সীমায় তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান পাশার মা গতকাল সোমবার (২৩ জুন) কুষ্টিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বিষয়টি জানার পর তার পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করে। প্রশাসন আবেদন মঞ্জুর করলে মেহেরপুর কারাগার থেকে পুলিশ প্রহরায় পাশাকে তার নিজ গ্রাম মিনাপাড়ায় নেওয়া হয়।

মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার মায়ের দাফন সম্পন্ন হয়। পরে আবারও কড়া প্রহরায় পাশাকে মেহেরপুর কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়।

জানাজায় এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এলাকাবাসীর চোখে অশ্রু দেখা যায় এই সময়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্টের পরবর্তী সময়ে নাশকতার একটি মামলায় আনোয়ার হোসেন পাশা গ্রেপ্তার হন এবং বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দি আছেন।

মেহেরপুরে দিনব্যাপী কাব কার্নিভাল উদ্বোধন

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর সদর উপজেলার উদ্যোগে এবং স্কাউট প্রোগ্রাম বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী ‘কাব কার্নিভাল ২০২৫’ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা স্কাউট ভবন (কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল) মাঠে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি মো. খায়রুল ইসলাম।

প্রার্থনা সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা ও কাব পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রার্থনা সংগীত পরিবেশন করে তেরোঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাব সদস্য মুসলিমা খাতুন।

সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিনের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক আশরাফুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, উপজেলা কমিশনার শফিকুল ইসলাম মিন্টু, যুগ্ম সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম, তেরোঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইউনিট লিডার মঞ্জু খাতুনসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, আগামীর বাংলাদেশকে নিরাপদ রাখতে আজ থেকেই শিশুদের প্রস্তুতি নিতে হবে। ভালো মানুষ হতে হলে কাব আন্দোলনের শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে স্কাউটিং এর বিকল্প নেই।